# ঈমান বিধ্বংসী সাতটি পাপ

আবু সুফিয়ান বিন আব্বাস

**অনুবাদক**
ফাবিহা বিনতে কাশেম

**সম্পাদক**
মাহদী আবদুল হালিম

রাইয়ান প্রকাশন

# সূচিপত্র


সম্পাদকের কথা ..... ৭

**অনুবন্ধ** ..... ৯

**বহু-ঈশ্বরবাদ** ..... ১১

**জাদু** ..... ২১

**অন্যায়ভাবে একজন মুসলিমকে হত্যা করা** ..... ৩৪

**সুদ গ্রহণ** ..... ৪৪

**এতিমের সম্পদ ভোগ করা** ..... ৫৩

**জিহাদের ময়দান থেকে পালানো** ..... ৬৮

**সচ্চরিত্রা নারীদের উপর মিথ্যা অপবাদ** ..... ৮৫

# সম্পাদকের কথা

নবী করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার একটি পবিত্র হাদিসে "সাতটি ধ্বংসাত্মক পাপ" থেকে সতর্ক করেছেন, যা থেকে সকল মুসলমানকে অবশ্যই বেঁচে থাকতে হবে। এগুলো এমন পাপ, যা মানুষকে চরম গুনাহের দিকে নিয়ে যায়। শুধু তাই নয়, এগুলো নিজের জন্য যেমন ধ্বংসাত্মক তেমনি ব্যক্তির সাথে সংশ্লিষ্ট পরিবার ও প্রতিষ্ঠানকেও ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়। পাঠের সুবিধার্থে আমি এখানে একত্রে উত্থাপন করছি।

১. **আল্লাহর সঙ্গে শিরক করা:**
এটি সবচেয়ে বড় গুনাহ। শিরক হলো আল্লাহর সঙ্গে কোনো অংশীদার স্থাপন করা বা তাঁর ইবাদত ছাড়া অন্য কাউকে উপাসনা করা। আল্লাহ বলেন:
*"নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর সঙ্গে শিরক করাকে ক্ষমা করবেন না, তবে এর বাইরে যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন।"*[১]

২. **জাদু করা:**
জাদু হলো এমন কাজ, যাতে জিন বা শয়তানের সাহায্য নিয়ে মানুষকে ক্ষতি করা হয় বা তাদের ধোঁকা দেওয়া হয়। এটি ঈমান ও আকিদার ক্ষতি করে এবং আল্লাহর সঙ্গে কুফরির সমান।

৩. **অন্যায়ভাবে হত্যা করা:**
অন্যায়ভাবে কারও জীবন নেওয়া ইসলামে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। আল্লাহ বলেন: *"আর যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো মুমিনকে হত্যা করবে, তার শাস্তি হবে জাহান্নাম, যেখানে সে চিরকাল থাকবে।"*[২]

৪. **সুদ খাওয়া:**
সুদ খাওয়া হারাম, কারণ এতে মানুষের ওপর অবিচার করা হয় এবং দুর্বলদের শোষণ করা হয়। রাসুলুল্লাহ (সা.) সুদগ্রাহী, সুদ দাতা, সুদ লেখক এবং সুদের সাক্ষীদের অভিশাপ দিয়েছেন।

---

[১] সূরা নিসা: ৪৮
[২] সূরা নিসা: ৯৩

৫. **এতিমের সম্পদ ভক্ষণ করা:**
এতিমের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রহণ করা ইসলামে বড় গুনাহ। আল্লাহ বলেন: *"যারা এতিমদের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করে, তারা মূলত নিজেদের পেটে আগুন ঢোকাচ্ছে।"*[১]

৬. **যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করা:**
শত্রুর সামনে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যাওয়া ইসলামে গুরুতর অপরাধ। এটি কাপুরুষতা এবং ধর্ম রক্ষার দায়িত্ব থেকে পলায়নের ইঙ্গিত দেয়।

৭. **নিরপরাধ নারীদের ওপর অপবাদ দেওয়া:**
কোনো সচ্চরিত্রবান, বিশ্বাসী ও নিরপরাধ নারীর ওপর ব্যভিচারের মিথ্যা অভিযোগ করা বড় গুনাহ। এটি মানুষের সম্মানহানি ঘটায় এবং সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে।

ইসলাম এমন ধর্ম, যা মানুষকে আল্লাহভীতির পথে পরিচালিত করে এবং সমাজ, চরিত্র ও বিশ্বাসকে রক্ষা করার নির্দেশ দেয়। এই সাতটি ঈমান বিধ্বংসী গুনাহ থেকে বিরত থাকা প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য। যদি কোনো ব্যক্তি এসব গুনাহে জড়িয়ে পড়ে, তবে তাকে খাঁটি তওবার মাধ্যমে আল্লাহর কাছে ফিরে আসতে হবে।

বইটি সম্পাদনার গুরুভার আমার কাঁধে সপেঁছিলেন বন্ধুবর প্রকাশক (রাইয়ান প্রকাশন)। আমি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত খুঁটে খুঁটে পড়েছি, এর পরতে পরতে যে ভাব ও দরদ লুকিয়ে আছে, তা নির্বিশেষে পাঠককে ছুঁতে বাধ্য। প্রয়োজনীয় টীকা ও বানান প্রমাদ শুদ্ধ করে দিয়েছি। লেখক ও অনুবাদক যথেষ্ট ভালো করেছেন, আল্লাহ তাদের উভয়কে উত্তম জাযা দিন। প্রকাশককে এমন মহতী কাজের জন্য ও সর্বোপরি পাঠককে এর ভালো সবটুকুর বদলা বহুগুণে বাড়িয়ে দিন।

মাহদী আব্দুল হালিম
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

[১] সূরা নিসা: ১০

# অনুবন্ধ

প্রিয় মুসলিম ভাইয়েরা! আমরা এমন একটি সময়ে বসবাস করছি যা অত্যন্ত ফেতনাময় ও বিপদসংকুল। নিজেদের রক্ষা করার জন্য আমাদেরকে অবশ্যই আল্লাহর সাথে আমাদের সম্পর্ককে শক্তিশালী করতে হবে, সৎকর্ম সম্পাদনে মনোনিবেশ করতে হবে এবং গুনাহ থেকে বিরত থাকতে হবে। এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, গুনাহকে স্বাভাবিক বলে গ্রহণ করা এবং নেক কাজ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া একটি সমাজের ধ্বংসের মূল কারণ। ইসলামি শিক্ষায় বারবার সব ধরনের ছোট ও বড় গুনাহ থেকে বিরত থাকার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে এবং একজন ব্যক্তির প্রকৃত সফলতা সকল ধরনের গুনাহ পরিহার করার মধ্যেই নিহিত

গুনাহের কাজ বিভিন্ন ধরনের হয়। এর মধ্যে কিছু গুনাহ অত্যন্ত গুরুতর, মারাত্মক এবং ধ্বংসাত্মক, যা একজন ব্যক্তির জীবন ও আখিরাতকে ধ্বংস করতে পারে। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি হাদিসে এমন সাতটি গুনাহের উল্লেখ করেছেন। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত,

أَنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((اجتَنِبوا السَّبْعَ المُوبِقاتِ. قيل: يا رَسولَ اللهِ، وما هُنَّ؟ قال: الشِّركُ باللهِ، والسِّحرُ، وقَتْلُ النَّفسِ التي حرَّم اللهُ إلَّا بالحَقِّ، وأَكْلُ الرِّبا، وأَكْلُ مالِ اليَتيمِ، والتوَلِّي يومَ الزَّحفِ، وقَذْفُ المُحْصَناتِ الغافِلاتِ المُؤمِناتِ

# বহু-ঈশ্বরবাদ

সমাজে সবচেয়ে বিপজ্জনক ও ধ্বংসাত্মক ব্যাধি হলো সেটা, যা সর্বাগ্রে নিরাময় করা অত্যন্ত প্রয়োজন। আর শিরক (বহু-ঈশ্বরবাদ)-এর মতো বিপজ্জনক ও ধ্বংসাত্মক আত্মিক ব্যাধি আর নেই। সুতরাং এটা নিরাময় করা সর্বাধিক অগ্রাধিকারের বিষয়। এই ব্যাধির দরজা বন্ধ করতে এবং একে সমূলে উৎপাটন করতে আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা নবী ও রাসুলগণকে এই দুনিয়াতে প্রেরণ করেছেন। ইসলামি শরিয়ায় এই ব্যাধির ভয়াবহতা সম্পর্কে বিশদভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং আমাদের উচিত তা থেকে শিক্ষা নেওয়া। আসুন আমরা কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে উপর্যুক্ত সাতটি গুনাহের মূল্যায়ন দেখি, কীভাবে এই ব্যাধি একজন ব্যক্তির দুনিয়া ও আখিরাতকে ধ্বংস করে দিতে পারে।

### বহু-ঈশ্বরবাদ এর অর্থ

বহু-ঈশ্বরবাদ বলতে আল্লাহ সুবহানাহু তাআলার রুবুবিয়াহ (প্রভুত্ব), উলুহিয়াহ (ইবাদাত), আল-আসমা ওয়াস-সিফাত (নাম ও গুণাবলি) এবং ইখতিয়ারাত (পছন্দ ও কর্তৃত্ব) এর সাথে অংশীদারিত্ব স্থাপন করা বোঝায়।

### বহু-ঈশ্বরবাদের প্রকারভেদ

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন: 'বহু-ঈশ্বরবাদের এত শ্রেণীর-বিভাজন রয়েছে যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ সেগুলো গণনা করতে পারে না। তবে সাধারণত, বহু-ঈশ্বরবাদের মৌলিক দুটি বিভাজন রয়েছে: বৃহত্তর ও ক্ষুদ্রতর।'

### মুখ্য বহু-ঈশ্বরবাদ (বড় শিরক)

মুখ্য বহু-ঈশ্বরবাদ বা বড় শিরক হলো: আল্লাহর সাথে কাউকে বা কোনো কিছুকে শরিক করা এবং তাকে ঠিক সেভাবেই ভালোবাসা যেভাবে আল্লাহকে ভালোবাসা হয়। এ ছাড়া মুশরিকরা যে তাদের প্রভুদেরকে দোজাহানের মালিক আল্লাহর সমতুল্য মনে করে, এটাও এর অন্তর্ভুক্ত।

# জাদু

প্রিয় সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! আমাদের সমাজে দ্রুত ছড়িয়ে পড়া অন্যতম মারাত্মক ব্যাধি হলো জাদুবিদ্যা। যা একজন ব্যক্তির মানসিক শান্তি, একটি পরিবারের সুখ এবং একটি সমাজের শান্তি ও নিরাপত্তাকে ধ্বংস করে দেয়। এরপরও এমন কিছু লোক আছে যারা জাদুর দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত মানুষকে নিরাময়ের ভান করে ঠকায়। তাই আমাদের জাদুর বাস্তবতা এবং এর ধ্বংসাত্মক প্রভাব সম্পর্কে জানতে হবে। আর যদি কেউ জাদুর শিকার হয়, তাহলে আমাদেরকে সেজন্য সঠিক ও শরিয়তসম্মত চিকিৎসা পদ্ধতি শিখতে হবে এবং তা অনুযায়ী কাজ করতে হবে। আমরা এই বিষয়গুলো সম্পর্কে নিচে আলোচনা করব, ইন শা আল্লাহ!

## জাদুর অর্থ

জাদুর আরবি শব্দ "সিহর", এর ভাষাগত অর্থ প্রতারণা করা। বহু আলেম বিভিন্নভাবে একে সংজ্ঞায়িত করেছেন:

১. ফকিহ লাইস সামারকন্দি রহ. বলেছেন: "সিহর হলো প্রথমে শয়তানের নৈকট্য লাভ করা এবং তারপর তার সাহায্য চাওয়া।"

২. আরবি ভাষার বিখ্যাত ইমাম আবু মানসুর আল-আজহারি রহ. বলেছেন: "সিহর মানে কোনো কিছু তার প্রকৃত অবস্থান থেকে ভিন্ন দিকে সরিয়ে দেওয়া।"[১]

৩. রাগিব ইসফাহানি রহ. বলেছেন: "সিহর শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়।

ক. প্রথমত: প্রতারণা ও মিথ্যা কল্পনা, যেমন কীভাবে একজন জাদুকর হাতের কৌশল ব্যবহার করে মানুষের দৃষ্টি বাস্তবতা থেকে সরিয়ে দেয়।

[১] তাহযিবুল লুগাহ: ৪/১৬৯

## জাদুর প্রতিকার

আলেমগণ জাদুর প্রতিকারের জন্য অনেক উপায় উল্লেখ করেছেন। আমরা এখানে এমন পাঁচটি উপায় উল্লেখ করব :

১) আল্লাহর সামনে অত্যন্ত বিনয়ী হওয়া এবং কাঁদা, যেন তিনি আপনাকে জাদুর ধরন, এর কারণ, এর অবস্থান এবং যে এটা করেছে তার পরিচয় প্রকাশ করেন। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বর্ণনা করেছেন :

سُحِرَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، حتَّى كانَ يُخَيَّلُ إلَيْهِ أنَّه يَفْعَلُ الشَّيْءَ وما يَفْعَلُهُ، حتَّى كانَ ذَاتَ يَومٍ دَعَا ودَعَا، ثُمَّ قالَ: أشَعَرْتِ أنَّ اللَّهَ أفْتَانِي فِيما فيه شِفَائِي، أتَانِي رَجُلَانِ: فَقَعَدَ أحَدُهُما عِنْدَ رَأْسِي والآخَرُ عِنْدَ رِجْلَيَّ، فَقالَ أحَدُهُما لِلْآخَرِ ما وجَعُ الرَّجُلِ؟ قالَ: مَطْبُوبٌ، قالَ: ومَن طَبَّهُ؟ قالَ لَبِيدُ بنُ الأعْصَمِ، قالَ: فِيما ذَا، قالَ: في مُشُطٍ ومُشَاطَةٍ وجُفِّ طَلْعَةٍ ذَكَرٍ، قالَ فأيْنَ هُوَ؟ قالَ: في بئْرِ ذَرْوَانَ فَخَرَجَ إلَيْهَا النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، ثُمَّ رَجَعَ فَقالَ لِعَائِشَةَ حِينَ رَجَعَ: نَخْلُهَا كَأنَّهُ رُؤُوسُ الشَّيَاطِينِ فَقُلتُ اسْتَخْرَجْتَهُ؟ فَقالَ: لَا، أمَّا أنَا فقَدْ شَفَانِي اللَّهُ، وخَشِيتُ أنْ يُثِيرَ ذلكَ علَى النَّاسِ شَرًّا ثُمَّ دُفِنَتِ البِئْرُ.

"একবার রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর জাদু করা হয়। ফলে তাঁর অবস্থা এমন হয়ে গিয়েছিল যে, তার ধারণা হতো তিনি কোন একটি কাজ করেছেন অথচ তা তিনি করেননি। এ অবস্থায় একদিন তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমার কাছে ছিলেন এবং আল্লাহর নিকট বারবার দুআ করলেন। অতঃপর আমাকে লক্ষ করে বললেন, তুমি কি অবগত হয়েছ, আমি যা জানতে চেয়েছিলাম আল্লাহ তাআলা আমাকে তা জানিয়ে দিয়েছেন। আমার কাছে দু'জন লোক (মানব আকৃতিতে দু'জন ফেরেশতা) আসে। তাদের একজন আমার মাথার কাছে এবং অপরজন আমার পায়ের কাছে বসে পড়ল। এরপর তাদের একজন আপন

সাথিকে বলল, এ লোকের অসুখটা কী? বলল, তার ওপর জাদু করা হয়েছে। প্রথমজন জিজ্ঞেস করল, কে তাকে জাদু করেছে? সে উত্তর দিলো, ইহুদি লাবিদ ইবনু আসাম। প্রথমজন প্রশ্ন করল, তা কীসের সাহায্যে (করা হয়েছে?) দ্বিতীয়জন বলল, চিরুনি এবং চিরুনিতে ঝরে পড়া চুলের মধ্যে এবং পুরুষ খেজুর গাছের নতুন খোলের মধ্যে। প্রথম জন বলল, সেটি কোথায়? দ্বিতীয় জন উত্তর দিলো, সেটি যারওয়ান নামীয় কূপে।

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, অতঃপর নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছু সাহাবীসহ সে কূপের কাছে গেলেন। এরপর ফিরে এসে বললেন, কূপের আশপাশের খেজুর গাছগুলোর মাথা যেন শয়তানের মাথার মতো। আমি বললাম, আপনি কি সেই জাদু করা জিনিসগুলো বের করেছেন? তিনি বললেন, আমাকে তো আল্লাহ আরোগ্য দান করেছেনই। তবে আমি ভয় করছি লোকেরা এর ক্ষতিকর প্রভাবে কষ্ট পাবে। অতঃপর সেই কূপটি বন্ধ করে দেওয়া হয়।"[১] [২]

১. আমরা যে পদ্ধতিগুলোর উল্লেখ করতে যাচ্ছি, সেগুলো হয় সহিহ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত, অথবা সঠিক আকিদা সম্পন্ন আলেমগণের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে উল্লেখিত।

২. জাদু করার জন্য ব্যবহৃত বস্তু খুঁজে বের করা এবং তা নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী ধ্বংস করা। এর প্রমাণ পূর্বোক্ত হাদিসের আরও কিছু বর্ণনায় পাওয়া যায়, যেখানে

---

১. নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর কিছু সাহাবীর সঙ্গে ঐ কূপে যান। ফিরে এসে তিনি আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা)-কে সেই কূপের বর্ণনা দেন। তিনি বলেন, কূপের পানি যেন মেহেদি পাতার নির্যাসের মতো, অর্থাৎ পানি ছিল লালচে, যা তার নিম্নমান বা তাতে নিক্ষিপ্ত অপবিত্র পদার্থের কারণে পরিবর্তিত হয়েছিল। তিনি আরও বলেন, কূপের খেজুর গাছের মাথাগুলো দেখতে এমন ছিল যেন তা শয়তানের মাথা; অর্থাৎ সেগুলো অত্যন্ত অপ্রীতিকর ও কুৎসিত দেখাচ্ছিল।

আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) নবীজিকে জিজ্ঞাসা করেন, "আপনি কি লাবিদ সেই কূপে রেখে যাওয়া জাদুটি বের করেননি?" নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে জানান, তিনি জাদুটি বের করতে অপছন্দ করেছেন, যেন তা নিয়ে ফিতনা সৃষ্টি না হয়। যেমন, মুনাফিকরা জাদুর কথা তুলে এবং তা শিখে মুসলমানদের কষ্ট দিতে পারে। এরপর নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নির্দেশে কূপটি মাটিচাপা দিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হয়।- *সম্পাদক*

২ সহিহ বুখারি হাদিস: ৩২৬৮

উল্লেখ রয়েছে যে, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওই জিনিসগুলো কূপ থেকে বের করেছিলেন।[১]

৩. আক্রান্ত ব্যক্তি জাদুর কারণে শরীরের যে অংশে ব্যথা অনুভব করে, সেই অংশ থেকে কাপিংয়ের মাধ্যমে[২] খারাপ রক্ত অপসারণ করা উচিত। যেহেতু জাদু একজন ব্যক্তির স্বাস্থ্যের উপর বোঝা সৃষ্টি করে, আর যেখানে তা প্রভাব ফেলে সেখানে ব্যথা সৃষ্টি করে। তাই সেই অংশ থেকে নোংরা রক্ত বের করলে তা উপকার বয়ে আনবে এবং আরোগ্য লাভ হবে।

৪. জাদুতে আক্রান্ত ব্যক্তি প্রতিদিন সকালে সাতটি আজওয়া খেজুর খাবে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

مَنْ تَصَبَّحَ سَبْعَ تَمَرَاتٍ عَجْوَةً لَمْ يَضُرُّهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ سَمٌّ وَلَا سِحْرٌ.

"কেউ যদি সকাল বেলা সাতটি আজওয়া খেজুর খায়, সেদিন জাদু বা বিষ কোনোটাই তার ক্ষতি করবে না।"[৩]

৫. জাদুর সবচেয়ে কার্যকর চিকিৎসা হলো–দুআ, জিকির-আজকার, কুরআনের আয়াত ও তিলাওয়াত ব্যবহার করা। যেহেতু জাদুর প্রভাব শয়তানি আত্মার কারণে হয়, সুতরাং তা প্রতিহত করতে ও দূর করতে জিকির, কুরআনের আয়াত এবং শরিয়তসম্মত দুআ ব্যবহার করা উচিত। চিকিৎসা যত শক্তিশালী হবে, তত বেশি কার্যকর হবে। আমরা এখানে কিছু শরিয়তসম্মত চিকিৎসার কথা উল্লেখ করব।

ক. সাতটি বরই পাতা নিন, সেগুলো দুটি পাথরের মাঝে নিয়ে অথবা পাটায় বেটে নিন অথবা এর মতো কোনো জিনিস দিয়ে পিষে নিন। এরপর নিয়মমাফিক গোসলে যতটুকু পানি লাগে, মোটামুটি সে পরিমাণ পানিতে ওই পিষা পাতা মেশান। তারপর নিচের আয়াতগুলো পড়ুন এবং ওই পানির পাত্রে ফুঁ দিন :

---

[১] মুসনাদে আহমাদ: ২৪৩৪৭

২. কাপিং (হিজামা বা রক্তমোক্ষম পদ্ধতি), ছোটো ছোটো কাপের ব্যবহার হয় বলে একে কাপিং থেরাপি বলা হয়।

[৩] সহিহ বুখারি হাদিস: ৫৭৬৯